পিতার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

19-June-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত.....4
বয়ান শোনার নিয়্যত.....5
পিতার খেদমত ছেলেকে ধনী বানিয়ে দিল.....6
পিতা হলো ছায়াদার বৃক্ষ.....10
পিতামাতার খেদমতকারীরা সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে.....11
দুঃখী পিতার কাহিনী তার নিজের মুখে.....13
মা-বাবা নিজের জন্য নয়, নিজের সন্তানদের জন্য বাঁচেন.....15
পিতাকে বিরান ভূমিতে ছেড়ে আসা দুর্ভাগা ছেলে.....17
যেমন কর্ম তেমন ফল.....18
হাদীসে মুবারাকায় পিতার ফযীলত.....19
প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি মকবুল হজের সাওয়াব.....21
যদি পিতামাতা অসন্তুষ্টিতে মারা যান তবে কী করবে?.....21
জুমার দিন মা-বাবার কবর যিয়ারতের সাওয়াব.....22
নেক আমল নম্বর ৫৬ এর উৎসাহ.....22
ঘুম ও জাগরনের সুন্নাত ও আদব:.....23
ঘোষণা:.....24
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া.....25
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:.....25
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:.....25
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:.....25
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:.....26
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:.....26
(৬) দরূদে শাফায়াত:.....26
(১) এক হাজার দিনের নেকী.....27

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 27
ঘুম ও জাগরনের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব: 28
ওযু করার আগের দোয়া 29
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 30
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 31
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 33
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 33
মাসিক ৪টি নেক আমল 33
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 33
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 34

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একদিনে এক হাজার (১০০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে

www.dawateislami.net

ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নেবে। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস: ২৫৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতা-মাতার খেদমত করা অনেক বড় সৌভাগ্য, কিছু লোক মা-বাবার খেদমত ও বরকত থেকে অনেক দূরে রয়ে যায়, তারা এই বিষয়টি বুঝতে পারে না যে, তাঁরা কত বড় সত্তা। মায়ের সম্পর্কে তো আমরা অনেক শুনতে পাই যে, মায়ের দোয়া জান্নাতের পথ খুলে দেয়। মায়ের কদমের নিচে জান্নাত রয়েছে। **(মুসনাদে শিহাব, ১/১০২, হাদীস: ১১৯)** মায়ের কদমকে জান্নাতের চৌকাঠ বলা হয়েছে। **(দুররে মুখতার, কিতাবুল হাযার ওয়াল ইবাহা, ৯/৬০৬)** মা, মা-ই হয়ে থাকে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মায়ের

সাথে কারও তুলনা করা যায় না, দুনিয়াতে মায়ের কোন বিকল্প নেই, কিন্তু পিতার খেদমত, সম্মান ও শ্রদ্ধার দিক থেকে সেই জিনিস দেখা যায় না যা আসা উচিত এবং পিতার সাথে ততটুকু ভালোবাসা প্রকাশ করা হয় না, অথচ আমাদের জীবনে পিতার এক বিশেষ গুরুত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আসুন! পিতার খেদমত সম্পর্কিত একটি আকর্ষণীয় কাহিনী শুনি:

পিতার খেদমত ছেলেকে ধনী বানিয়ে দিল

এক ব্যক্তির চার ছেলে ছিল, সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার এক ছেলে তার ভাইদের সামনে একটি খুব অদ্ভুত ফর্মুলা উপস্থাপন করল যে, তোমরা তিনজন মিলে আব্বার সেবা করো, যেহেতু তোমরা এত বড় নেকি উপার্জন করবে সেহেতু উত্তরাধিকার থেকে অংশ নিও না অথবা আমাকে এই কাজটি দাও যে, আমি আব্বার সেবা করবো, সব খেদমত আমিই করবো এবং উত্তরাধিকার থেকে কোন অংশ নেবো না। এটা খুব অদ্ভুত প্রস্তাব ছিল, টাকা কে ছাড়তে চায়? কিন্তু সেই ভাই জানত পিতার খেদমতের কী প্রতিদান! সুতরাং তিনজন ভাই বলল: এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে, তুমিই পিতার খেদমত করো এবং উত্তরাধিকার থেকে কিছুই নিও না। যাই হোক এই ফর্মুলা ঠিক হয়ে গেল এবং সেই ভাই তার পিতার খেদমত করতে থাকল যতক্ষণ না পিতা ইন্তেকাল করলেন। সেই খেদমতগার ছেলে উত্তরাধিকার থেকে কোন অংশ নিল না, কারণ সে ওয়াদা করেছিল যে, আমি পিতার খেদমত করবো, তাই উত্তরাধিকার থেকে অংশ নেবো না। এখন কী হলো, এক রাতে সে ঘুমিয়ে পড়ল, স্বপ্নে একটি আওয়াজ শুনতে পেল, কেউ বলছিল অমুক জায়গায় যাও এবং সেখানে ১০০ দিনার অর্থাৎ ১০০ সোনার মুদ্রা আছে, সেগুলো নিয়ে নাও। সেই ব্যক্তি স্বপ্নে যিনি তাকে বলছিলেন তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, এই

১০০ দিনারে কি বরকত আছে? সে বলল: বরকত নেই। সকালে উঠে সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল: আমাকে স্বপ্নে একটি জায়গা দেখানো হয়েছে যে, সেখানে ১০০ দিনার আছে, কিন্তু আমি নিতে অস্বীকার করেছি কারণ সেগুলোতে বরকত নেই। স্ত্রী বলল: অদ্ভুত লোক! আগে উত্তরাধীকার ছেড়ে দিলে, উত্তরাধিকার থেকেও কিছু নিলে না, এখন ১০০ দিনার পাচ্ছ, তুমি তো গরীব এগুলো তো নিতে পারতে। সে বলল: আমি সেই মাল চাই না যাতে বরকত নেই। দ্বিতীয় রাতে সে ঘুমিয়ে পড়ল, তারপর স্বপ্নে একটি জায়গা দেখতে পেল যে, অমুক জায়গায় সোনার ১০ আশরাফী আছে, সেগুলো নিয়ে নাও। সে বলল: সেগুলোতে কি বরকত আছে? বলা হলো: সেগুলোতে বরকত নেই। সকালে উঠে সেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, স্ত্রী বলল: অদ্ভুত লোক! ১০০ দিনার থেকে ১০ এ নেমে এসেছে, ১০টা তো নিতে পারতে। সে বলল: বরকত নেই কাজেই আমি চাই না। তৃতীয় রাতে ঘুমিয়ে পড়ল, তখন আবার স্বপ্নে একটি জায়গা দেখানো হলো যে, সেখানে একটি দিনার আছে, সেটা নিয়ে নাও। সে জিজ্ঞাসা করল: এটাতে কি বরকত আছে? স্বপ্নে বলা হলো: হ্যাঁ! এটাতে বরকত আছে। সুতরাং সেই ব্যক্তি সকালে উঠে সেই জায়গায় গেল এবং সেখান থেকে একটি দিনার তুলে নিয়ে আসল। এরপর সে সেই দিনার দিয়ে ঘরের লোকদের জন্য দুটি মাছ কিনল, যাতে আর কিছু না হলেও অন্তত ঘরের লোকদের ভালো খাবার দিতে পারে। যখন ঘরে এল এবং সে দুটি মাছের পেট কাটল তখন সেই দুটি মাছের পেট থেকে একটি করে মুক্তা বের হল। এগুলি খুব অদ্ভুত ও Unique (অনন্য) মুক্তা ছিল, সে এগুলো নিজের কাছে রেখে দিল।

সেদিনই বাদশাহ ফরমান জারি করলেন যে, আমার এই রঙ ও এই ডিজাইনের মুক্তা দরকার, বাদশাহের প্রতিনিধিরা শহরের সমস্ত জুয়েলার্সদের কাছে গেল, কিন্তু কোথাও এই ধরনের মুক্তা পেল না। শেষ পর্যন্ত জানা গেল যে, অমুক মহল্লায় একজন লোক আছে যার কাছে মাছের পেট থেকে এমন একটি মুক্তা বের হয়েছে, যা লোকেরা আগে দেখেনি। লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে তার দরজায় পৌঁছাল। মুক্তা দেখে বলল: বাদশাহের ঠিক এই রকম মুক্তা দরকার। যখন বাদশাহকে সেই মুক্তা দেখানো হলো, তখন তিনিও বললেন: হ্যাঁ, এটাই সেই মুক্তা। এখন এই মুক্তার দাম জিজ্ঞেস করা হলো, যেহেতু আগের যুগে গাধা ও ঘোড়ার পিঠে মাল চাপানো হতো, তাই সেই ব্যক্তি বলল: ৩০টি খচ্চর (অর্থাৎ ৩০ Mules) সোনা। বাদশাহ ৩০টি খচ্চরের উপর সোনার বস্তা চাপিয়ে তার কাছ থেকে মুক্তা কিনে নিলেন। এক দিনারের বরকতে কত সম্পদ হয়ে গেল এবং সেটাও এখন পর্যন্ত শুধু একটি মুক্তা বিক্রি করে। বাদশাহ এই মুক্তাটি নিয়ে এই কাজের যে বিশেষজ্ঞ ছিল তাকে দিলেন, সে বাদশাহকে বলল: একটি মুক্তা দিয়ে সৌন্দর্য আসবে না, এর জোড়া দরকার, যখন এই রকম আরেকটি মুক্তা পাওয়া যাবে তখন এর আসল মূল্য হবে। বাদশাহ বললেন: আরেকটি মুক্তা খুঁজে বের করো যদিও দ্বিগুণ দাম দিতে হয়। তারপর মুক্তা খোঁজা হল কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না, ফিরে এসে লোকেরা সেই ব্যক্তির দরজায় পৌঁছাল, তাকে জিজ্ঞাসা করল: তোমার কাছে কি এই ধরনের আরেকটি মুক্তা আছে? সে বলল: এই ধরনের আরেকটি মুক্তা আছে কিন্তু সেটার জন্য তোমাকে দ্বিগুণ দাম দিতে হবে, সুতরাং তারা সেই ব্যক্তির কাছ থেকে ৬০টি খচ্চরের উপর সোনার বস্তা বিনিময় করে সেই মুক্তা কিনে নিলো। **(হিলইয়াতুল আওলিয়া, তাউস বিন কায়সান, ৮/৩,**

হাদীস: ৩৫৭৩, নাম্বার: ২৪৯) এই ঘটনা থেকে আমরা পিতার খেদমতের পাশাপাশি এটাও শিখতে পারলাম যে, নিঃসন্দেহে যে অল্প সম্পদে বরকত থাকে, সেটা সেই বেশি সম্পদ থেকেও ভালো যা হারাম হয় এবং বরকত শূন্য নয়। যাই হোক এই ছেলেটি পিতার খেদমত করল, আর আল্লাহ পাক তাকে গায়েবের খাযানা থেকে সম্পদশালী করে দিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় পিতামাতা এবং সন্তান উভয় পক্ষের জন্য শিক্ষা রয়েছে। পিতামাতা বলেন যে, সন্তানদের জন্য অনেক কিছু রেখে যেতে হবে, আরে ভাই! সন্তানদের জন্য তো উপার্জন করছি, সন্তানদের জন্য ঘর বানাচ্ছি, ফ্যাক্টরি বানাচ্ছি, কারখানা বসাচ্ছি, দোকান খুলছি, ব্যবসা জমাচ্ছি, প্লট কিনছি, সন্তানদের জন্য এই সবকিছু চিন্তা করা হয় কিন্তু এটা চিন্তা করা হয় না যে, সন্তানদের জন্য হালাল উপার্জন করছি নাকি হারাম? সন্তানদের কীভাবে প্রতিপালন করছি? সন্তানদের কী শেখাচ্ছি? সন্তানদের পড়াশুনোয় কত মনোযোগ দিচ্ছি? সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা থেকে কতটুকু পরিচিত করাচ্ছি? সন্তানদের সভ্যতা ও ভদ্রতা কতটুকু শেখাচ্ছি? স্মরণ রাখুন! যে ব্যক্তি সন্তানদের জন্য সম্পদ রেখে যায় এবং সন্তানদের ভালো প্রতিপালন না করে, যদি তারা সেই সম্পদ দিয়ে হারাম কাজ করে, তবে তাকে আযাব ভোগ করতে হবে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন তখন তার কাছে খুব সামান্য সম্পদ ছিল, কেউ বলল: আপনি আপনার সন্তানদের জন্য কিছুই রেখে যাননি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কী চমৎকার উত্তর দিলেন যে, যদি আমার

সন্তানেরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয় তবে তাদের জন্য কিছু রেখে যাওয়া ঠিক নয়, কেননা তারা তা খারাপ কাজে খরচ করবে এবং যদি তারা আল্লাহ পাকের অনুগত হয়, তবে আল্লাহ পাক তাদেরকে গায়েবের খাযানা থেকে দান করবেন, তিনি তাদের নিজেই ধনী করে দেবেন এবং তাদের রুযিতে বরকত দেবেন। **(ইহইয়াউল উলূম, ৩/২৮৮)**

পিতা হলো ছায়াদার বৃক্ষ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখুন পিতা সেই ছায়াদার বৃক্ষ, যে নিজের উপরে রোদ গ্রহণ করে আর সন্তানদের ছায়া দেয়, দিনরাত কাজ করে, যাতে সন্তানেরা ভালভাবে খেতে পারে, আমরা টের পাই না, কিন্তু পিতা নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করে আমাদের খাওয়ায় এবং আমাদের আবদার পূরণ করে, যখন সন্তান বাজারে গিয়ে আবদার করে যে, আব্বু এটা নিবো আর আব্বু দেখে যে, আরে পকেটে এত টাকা নেই কিন্তু সন্তান খুব জেদ করছে, তখন পিতা নিজের বাজেট নষ্ট করে হলেও নিজের সন্তানের ইচ্ছা পূরণ করে।

সাধারণত গাছের নিচে ছায়া থাকে কিন্তু গাছ উপর থেকে খুব গরম থাকে কারণ সে সমস্ত রোদ নিজের উপরে নিয়ে নেয়। এটাই হয় পিতার অবস্থা যে, সে নিজে বিপদ সহ্য করে আর নিজের সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ামতে ভরপুর রাখে। পিতা আল্লাহ পাকের এক অনেক বড় নেয়ামত, পিতাই সন্তানকে আঙ্গুল ধরে হাঁটতে শেখায়, পিতা সব সময় চায় যে, আমার সন্তান উন্নতি করুক, কেউ উন্নতি করলে সাধারণত মানুষ তাকে হিংসা করে কিন্তু পিতা সেই সত্তা যে, সন্তান উন্নতি করলে পিতার বুক প্রশস্ত হয়ে যায়, পিতা নিজে দুঃখ সহ্য করে কিন্তু নিজের সন্তানদের

দুঃখী হতে দেয় না। সন্তান Demoralize (হতাশগ্রস্ত) হয়ে গেলে বা কোন মুসিবতে পড়ে গেলে পিতাই তার সাহস বাড়ায়, এই পিতাই কঠিন মুহূর্তে সাহস যোগানোর বাক্য বলে, বেটা টেনশন নিও না, বেটা পেরেশান হয়ো না, বেটা! ঘাবড়িও না, বেটা দুঃখ করো না! আমি আছি তো - এই বাক্যগুলি একজন পিতারই মুখ থেকে বের হয়ে সন্তানের টেনশন দূর করছে। অথচ এমন পরিস্থিতিতে পিতা নিজেও ঘাবড়ে যান, তিনিও টেনশনে থাকেন কিন্তু ঘরে কারো কাছে প্রকাশ করেন না যে, তিনি কত পেরেশান আছেন, তার উপর কত মুসিবত এসেছে। তিনি জানেন যে, সন্তানদের বা সন্তানদের মাকে বললে তারাও টেনশনে পড়ে যাবে, তাদের টেনশনে ফেলার কী দরকার? আরে আমি আছি তো! সহ্য করে নেবো, তারপর কখনো ঋণ নেয় তো কখনো কঠিন জীবন কাটায়, কখনো ডাবল ডিউটি করে তো কখনো কারো কাছ থেকে ধার নেয়, কখনো কারো দরজায় যায় তো কখনো কারো দরজায় কড়া নাড়ে, শুধুমাত্র এই জন্য যে, আমার সন্তানেরা যেন খুশি থাকে, আমার ঘরের লোকেরা যেন পেরেশান না হয়, পিতা নিজে আগুনের ফুলকির উপর দিয়ে হাঁটে কিন্তু নিজের সন্তানদের উপর কোন আঁচ আসতে দেয় না।

পিতামাতার খেদমতকারীরা সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে

তারপর জীবন এমন চৌরাস্তায় এনে দাঁড় করায় যে, যখন সন্তান যুবক হয়ে যায় এবং পিতা বৃদ্ধ হয়ে যায়, আগে পিতা সন্তানের আঙ্গুল ধরে তাকে হাঁটাতো, এখন জীবনের এই প্রান্তে এসে পিতা নিজের যুবক সন্তানের হাত ও তার সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা করেন, আগে পিতা সন্তানকে সামলাতেন, তার খেদমত করতেন, তাকে ওঠাতেন, তাকে বসাতেন,

তাকে হাঁটাতেন, কাজ না থাকলেও শুধু সন্তানের মন ভোলানোর জন্য বাজারে ঘুরে বেড়াতেন, এখন সময়ের স্রোত বদলে গেছে, এখন সন্তানের পালা যে, সে পিতার খেদমত করবে।

স্মরণ রাখুন! যদি আমরা সারা জীবনও মা-বাবার খেদমত করি তবুও তাঁদের অনুগ্রহ ও প্রতিদান দিতে পারবো না, কারণ তাঁরা তখন আমাদের খেদমত করেছেন যখন আমরা হাঁটতে পারতাম না, খেতে পারতাম না, আমরা বস্ত্রহীন ও দুর্বল ছিলাম, তাঁরা হিম্মত করে আমাদের লালন-পালন করে একটি শক্তিশালী বৃক্ষ বানিয়েছেন। এখন যখন তাঁদের খেদমতের পালা এসেছে, তখন আমাদের সৌভাগ্য মনে করে তাঁদের খেদমত করা উচিত। সৌভাগ্যবান সেই সন্তান, যে পিতামাতার খেদমতের সুযোগ পায়, অন্যথায় অনেক পিতামাতা এমন হয়, যারা খেদমতের সুযোগই দেন না, আমাদের খেদমত করতে করতে দুনিয়া থেকে চলে যান। বান্দা বলে যে, আমি তো Chance (সুযোগ) ই পাইনি, শেষ সময় পর্যন্ত পিতাই আমাদের খাইয়েছেন, পিতাই আমাদের উপর মেহেরবানী করেছেন, আমাদের মা-ই আমাদের উপর মেহেরবানী করেছেন, আরে আমাদের তো সুযোগই দেওয়া হয়নি যে, আমরা তাদের কিছু খেদমত করতে পারতাম।

নিশ্চয়ই সে অনেক বড় দুর্ভাগা, যাকে পিতা বা মাতার খেদমতের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং সে বলে যে, আমি এই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার কারণে পেরেশান হয়ে গেছি। এত টাকা মা-বাবার উপর খরচ করব? থু এমন সন্তানের উপর, যে নিজের পিতামাতার খেদমত করাকে বোঝা মনে করে। আল্লাহর কসম! এটা আমাদের টাকার সৌভাগ্য যে, তা পিতামাতার জন্য

খরচ হবে, কারণ সারা জীবন তারাই তো খরচ করেছেন, যা কিছু দিয়েছেন তারাই দিয়েছেন। আমরা যা কিছু হয়েছি এবং আমাদের যা সম্মান, খ্যাতি ও সম্পদ হয়েছে এ সবই মা-বাবার দান এবং এতে পিতার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। আর আমাদের অবস্থা এমন যে, আমরা কখনো কখনো পিতার কৃতজ্ঞতাও আদায় করি না। আমার মা আমাকে খাওয়ান, আমার মা আমাকে পান করান, আমার মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, আমার মা আমাকে সবকিছু এনে দেন, কাজেই একটু চিন্তা করুন তো যে, সেই মাকে টাকা কে দেয়? উপার্জন করে কে আনে? পিতা সারা ঘরের স্তম্ভ হয়ে থাকে কিন্তু কেউ তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না এবং তার কষ্ট বোঝে না। পিতা সারা ঘরের উপকারী এবং পুরো ঘরের জন্য ছায়াদার বৃক্ষ হয়ে থাকেন, যিনি বেচারা পরিশ্রম করেন, আমাদের ছায়া দেন, আমাদের অনুগ্রহ করেন, আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা আমাদের পিতারই দান। **নবী পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক যুগের একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা লক্ষ্য করুন:

দুঃখী পিতার কাহিনী তার নিজের মুখে

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে একজন ছেলে পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলো যে, হুযুর! আমার পিতা আমার সম্পদ নিতে চান। **নবী পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: পিতাকে নিয়ে আসো। পিতাকে নিয়ে আসা হলো, তখন **নবী পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার ছেলে বলছে যে, তুমি তার সম্পদ নিতে চাও? তিনি আরয করলেন: হুযুর! তাকে এটাও জিজ্ঞেস করুন যে, সম্পদ নিয়ে কী করি? তার থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা দিয়ে

আমি কী করি? আমার আত্মীয়-স্বজনদের মেহমানদারী করি এবং আমার স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজন মেটাই। তখনও আলোচনা চলছিল, এই সময়ে জিব্রাইল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হলেন এবং বললেন: হুযুর! এই পিতা মনে মনে কিছু কবিতা রচনা করেছেন, এখনও সেই কবিতা তার নিজের মুখে আসেনি, হুযুর! আপনি তাকে বলুন যে, সে কবিতাগুলো শোনাক। **নবী পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গায়েবের সংবাদ দিয়ে ইরশাদ করলেন যে, তুমি কিছু কবিতা চিন্তা করেছ যা এখনও তোমার মুখে আসেনি। এতে সে বললা: আল্লাহ পাক সব সময় আপনার মু'জিযা দ্বারা আমাদের হৃদয়ের বিশ্বাস ও দৃষ্টি বৃদ্ধি করতে থাকেন। এখন সেই পিতা **নবী পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সেই কবিতাগুলো শোনালেন, যার অনুবাদ হলো: "আমি তোমাকে খাদ্য যোগান দিয়েছি, যখন থেকে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার বোঝা বহন করেছি, যখন তুমি ছোট্ট ছিলে, আমার উপার্জিত অর্থ দিয়ে বারবার তোমাকে পরিতৃপ্ত করা হয়েছে, যখন কোন রোগ দুঃখ হয়ে তোমার উপর আসত, আমি তোমার রোগের কারণে সারারাত জেগে থাকতাম, আমার হৃদয় তোমার মৃত্যুতে ভয় পেত, যদিও আমি খুব ভালো করেই জানতাম যে, মৃত্যু নিশ্চিত এবং সকলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমার চোখ এমনভাবে প্রবাহিত হত যেন সেই রাতে রোগ আমার হয়েছিল, তোমার নয়, অর্থাৎ তুমি অসুস্থ হতে আর কষ্ট আমার হতো, আমি অস্থির হয়ে যেতাম, আমি তোমাকে এভাবে লালন-পালন করেছি, যখন তুমি বড় হয়েছ এবং এই পর্যন্ত পৌঁছেছ যে, আমার আশা ছিল এখন তুমি আমার কাজে আসবে, তখন তুমি আমাকে কঠোরতা ও কটু কথা দিয়ে প্রতিদান দিয়েছ, আহ আফসোস! যখন তুমি পিতা হওয়ার অধিকারের খেয়াল রাখলে না, তখন অন্তত এমন আচরণ করতে যেমন

www.dawateislami.net

একজন প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর সাথে করে, এতটুকু তো আমার খেয়াল রাখতে। সেই দুঃখী পিতা যখন নবীয়ে রহমত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই কবিতাগুলো শোনালেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো, **নবী পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই যুবক ছেলের জামার কলার ধরে ইরশাদ করলেন: اِذْهَبْ اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ। যাও তুমি এবং তোমার সমস্ত সম্পদ তোমার পিতার। **(মু'জামে সগীর, ২/৬৩, হাদীস: ৯৪৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মা-বাবা নিজের জন্য নয়, নিজের সন্তানদের জন্য বাঁচেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন যে, তুমি এবং তোমার সবকিছুই তোমার পিতার। আজ কিছু সন্তান এমনও আছে, যারা নিজেরা কোটি কোটি টাকা নিয়ে খেলে বেড়ায় কিন্তু বৃদ্ধ ও দুর্বল পিতার হাতে দু-চারটে টাকা রাখতে রাজি হয় না, অথচ কারো কারো অবস্থা এমন হয় যে, মায়া করে বৃদ্ধ পিতাকে টাকা দেয় তো বটে কিন্তু তার আগে হাজারটা খোঁটা শুনতে হয়। এই বাক্যগুলো আমরা প্রায়ই শুনতে পাই যে, আব্বু এই টাকা আমার আর এইগুলো আপনার, আর কত দেবো? বারবার কেন চেয়ে থাকেন? কিছুদিন আগেই তো দিয়েছিলাম? এত তাড়াতাড়ি টাকা শেষ করে ফেলেছেন? সব কি আপনাকে দিয়ে দেবো? এখন মাস শেষ হওয়ার আগে টাকা চেয়ে বসবেন না।

পিতার অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি নিজের উপার্জন দিয়ে আমাদের খাইয়ে খুশি হতেন, তার টাকায় যখন আমরা আরাম-আয়েশ করতাম

তখন তিনি কখনো খারাপ মনে করতেন না। তিনি আমাদের খাওয়ানোর সময় কখনো বলেননি যে, আমাকে বাড়ি বিক্রি করতে হবে। তিনি নিজের গ্রাস থামিয়ে আমাদের মুখে তুলে দিতেন, পিতা নিজে নতুন পোশাক কম পরিধান করতেন কিন্তু আমাদের জন্য নতুন নতুন পোশাক ও নতুন নতুন জুতো এনে দিতেন, যা আমরা চাইতাম আমাদের পিতা তা পূরণ করতেন, আমরা কি কখনো ভেবেছি যে, আমাদের পিতা নিজের জন্য কবে কিছু কিনেছেন? কখনো বলেছেন কি যে, বেটা আজ এই জুতো গুলো খুব পছন্দ হয়েছে, আমি নিজের জন্য এনেছি, আরে না না, বরং পিতার মুখে সবসময় এটাই থাকত যে, আমি আমার ছেলের জন্য এনেছি, আমার মেয়ের জন্য এনেছি, আমার স্ত্রীর জন্য এনেছি।

মা-বাবা অসাধারণ সত্তা, তারা নিজের জন্য নয়, নিজের সন্তানদের জন্য বাঁচেন এবং যখন সন্তান বড় হয়ে মা-বাবার সাথে বেয়াদবি ও খারাপ আচরণ করে, মনোকষ্ট দেয়, তখন এতে মা-বাবার মন কতটা কষ্ট পায়? কিতাবগুলোতে পিতার আদব সম্পর্কে এই পর্যন্ত লেখা আছে যে, "সন্তান পিতার সামনে এমনভাবে থাকবে যেমন একজন গোলাম তার মালিকের সামনে থাকে।" **(তাফসীরে দুররে মনসুর, পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, ২৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/২৫৯)** পিতা যখন ছেলেকে কোন আদেশ করে তখন ছেলে বলবে লাব্বাইক, এটা পিতার প্রতি সন্তানের হক ও আদব। আজ পরিস্থিতি এমন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, সন্তান পিতা হয়েছে আর পিতা গোলাম হয়েছে এখন পিতা বলেন যে, বেটা কিছু টাকা দরকার, ছেলে অস্বীকার করে বলে যে, আমার কাছে টাকা নেই বা পিতা বলে বেটা এদিকে আসো একটু কাজ আছে, তখন ছেলে উত্তর দেয় যে, আমার কাছে সময় নেই।

পিতাকে বিরান ভূমিতে ছেড়ে আসা দুর্ভাগা ছেলে

হাদীস শরীফে আছে: আল্লাহ পাক চাইলে সমস্ত গুনাহের শাস্তি কেয়ামতের জন্য উঠিয়ে রাখেন কিন্তু মা-বাবার অবাধ্যতার শাস্তি দুনিয়াতেই জীবন্ত অবস্থায় দিয়ে দেন। **(মুস্তাদরাক, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ৫/২১৭, হাদীস: ৭৩৪৫)** মা-বাবার অবাধ্যতার পরিণতি এই হয় যে, তার নিজের সন্তানেরা তার অবাধ্যতা করে। একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো যে, এক যুবকের বিবাহ হলো, তার পিতা বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি কাশতেন, তার স্ত্রী বলল যে, এই বৃদ্ধকে বাড়ি থেকে বের করে দাও। ছেলে যেহেতু স্ত্রীর গোলাম ছিল, সে তার পিতাকে নিয়ে গেল যে, কোথাও বিরান ভূমিতে ফেলে আসবে। পিতা বললেন: বেটা! ঠান্ডায় আমাকে কোথাও ফেলে দিতে যাচ্ছ, আমাকে একটা কম্বল তো দাও। তার সাথে তার ছোট ছেলেও ছিল, সে তার দাদাজানকে বলল: দাদাজান আমি আপনার জন্য কম্বল আনছি। যখন সেই বাচ্চাটি কম্বল আনল তখন সেই অবাধ্য ছেলে দেখল যে, কম্বলটি মাঝখান থেকে কেটে দুই টুকরা করা হয়েছে এবং অর্ধেক কম্বল আনা হয়েছে, সেই অবাধ্য ছেলে তার ছেলেকে বলল: তুমি অর্ধেক কম্বল কেন এনেছ? সে বলল: অর্ধেক তাদের জন্য এনেছি আর যখন আপনি বৃদ্ধ হয়ে যাবেন তখন আপনাকেও তো আমি কোথাও ফেলে দিতে যাব, তখন অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেবো। এখন সেই অবাধ্য ছেলের চোখে পানি এসে গেল, সে বুঝতে পারল যে, আজকে আমি আমার পিতার সাথে যা করতে যাচ্ছি কালকে আমার সন্তানরাও আমার সাথে সেটাই করবে।

যেমন কর্ম তেমন ফল

বর্ণিত আছে যে, একজন ছেলে তার পিতার উপর বিরক্ত হয়ে তাকে গাড়িতে বসাল এবং পরিকল্পনা করল যে, অমুক নদীর ধারে পৌঁছে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিবে। যখন সে তার পিতাকে নিয়ে সেই শহরের সেতুর উপর পৌঁছাল তখন পিতা বুঝতে পারলেন এবং বললেন: বেটা! এখানে নয়, একটু আগে গিয়ে যেখানে পানি গভীর সেখানে আমাকে ধাক্কা দিও। ছেলে বলল: এটা আপনি কী বলছেন? তিনি বললেন: কারণ আমি আমার পিতাকে ঠিক এই জায়গায় ধাক্কা দিয়েছিলাম। আজকে তুমি আমার সাথে যা করতে যাচ্ছ, আমি আমার পিতার সাথে এটাই করেছিলাম যার প্রতিদান আমি পাচ্ছি। **(যেমন কর্ম তেমন ফল, পৃষ্ঠা ৯০)** এই দুনিয়া কর্মফলের জগৎ, যে সন্তান তার পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, তবে ভবিষ্যতে তার সন্তানও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। যদি আপনি কোথাও সন্তানদের তাদের পিতার হাত চুমু খেতে দেখেন, তবে তাদের জিজ্ঞেস করুন যে, মনে হয় আপনি আপনার পিতার সম্মান ও শ্রদ্ধা করেছেন, সে অবশ্যই বলবে যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আমার পিতার সম্মান করেছি। যে ব্যক্তি নিজের পিতার সম্মান করে আল্লাহ পাক তার সন্তানদের অনুগত করে দেন। সুতরাং নিজের পিতাকে ভালোবাসুন, তাদের সম্মান করুন এবং নিজের পিতার নিরুৎসাহিত (Discouragement) করবেন না! কিছু অজ্ঞ মানুষ এমনও আছে যারা নিজের পিতার সাথে কথাও বলে না এবং দেখাও করে না। মা নিজের ছেলেকে 'আমার প্রিয়' ইত্যাদি বলে বুকে জড়িয়ে নেয়, ভালোবাসার কথা বলে, পিতা যদিও স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে এটা বলেন না কিন্তু বাস্তবে তিনিও সন্তানদের ভালোবাসেন, তাই তো সন্তানদের জন্য সবকিছু করেন, তিনি মুখ দিয়ে বলেন না কিন্তু তার অন্তরও সন্তানের ভালোবাসায় পূর্ণ

www.dawateislami.net

থাকে। অন্তত তাকে Acknowledge (স্বীকার) তো করুন, পিতার ভালোবাসার কখনো তো প্রতিদান দিন। কখনো ছেলেও পিতাকে বলে দিক যে, আজকে আমি যা কিছু হয়েছি আপনার কারণেই হয়েছি, এটা শোনার পর নিশ্চয়ই পিতার চোখে পানি এসে যাবে।

হাদীসে মুবারাকায় পিতার ফযীলত

কিছু লোক শুধুমাত্র মায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং পিতার সাথে ঝগড়া করে, এমনটা করা উচিত নয়, পিতারও সম্মান ও শ্রদ্ধা করা অপরিহার্য। **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা, তোমার ইচ্ছা তুমি তার হেফাজত কর অথবা তাকে ছেড়ে দাও। **(তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৫৯, হাদীস: ১৯০৬)** এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন: সন্তান পিতার হক আদায় করতে পারবে না, এমনকি যদিও সন্তান নিজের পিতাকে গোলাম হিসেবে পেলো এবং তাকে কিনে আজাদ করে দেয়। **(মুসলিম, কিতাবুল ইতক, পৃষ্ঠা ৬২৪, হাদীস: ৩৭৯৯)** অন্য এক স্থানে হাদীস শরীফে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টিতে এবং আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টিতে নিহিত। **(তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৬০, হাদীস: ১৯০৭)** সহজ ভাষায় বলা যায় যে, যার উপর পিতা খুশি তার উপর আল্লাহ পাক খুশি এবং যার উপর পিতা অসন্তুষ্ট তার উপর আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট। **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কেউ উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার উত্তম চরিত্রের সবচেয়ে বেশি হকদার কে? ইরশাদ করলেন: তোমার মা। সে আবার আরজ করল: এরপর কে? ইরশাদ করলেন: তোমার মা। সে আবার আরজ করল:

এরপর কে? তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এইবারও এটাই ইরশাদ করলেন: তোমার মা। সে আবার আরজ করল: এরপর কে? তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার পিতা।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/৯৩, হাদীস: ৫৯৭১)

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যবাদী মুখ থেকে যে কথা বের হয় তা প্রজ্ঞাময় হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত **হুযুর আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেন তিনবার মা সম্পর্কে এবং একবার পিতা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন? এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, মায়ের তিনটি অনুগ্রহ রয়েছে: (১) মা নয় মাস সন্তানকে পেটে লালন করেন (২) প্রসবের সময়ের কষ্ট সহ্য করেন (৩) সন্তানের প্রতিপালন করেন, আর পিতার একটি অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি সন্তানের প্রতিপালন করেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৫১৫)** পিতার যদিও একটি হক এবং মায়ের তিনটি হক আছে কিন্তু এর মানে এই নয় যে, পিতার আদব একেবারেই করবে না, বরং ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন: মায়ের খেদমত বেশি করবে এবং পিতার ইজ্জত বেশি করবে কারণ তিনি তোমার মায়ের স্বামী এবং তোমার মায়ের মাথার মুকুট। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া ২৪/৩৮৭-৩৯০)** সায়্যিদী আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন যে, যদি পিতামাতার মধ্যে ঝগড়া হয় তবে ছেলে যেন কখনো পিতার Favour (পক্ষ) নিয়ে মায়ের সাথে এবং মায়ের Favour নিয়ে পিতার সাথে ঝগড়া না করে। ছেলের কারো সাথে ঝগড়া করার অনুমতি নেই, সেখানেও আদবের আঁচল ধরে রাখা অপরিহার্য। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/৩৯০)**

প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি মকবুল হজের সাওয়াব

স্মরণ রাখুন! মা-বাবা দুজনই সম্মানীয় সত্তা, দুজনেরই আদব ও সম্মান করুন এবং তাঁদের দিকে ভালোবাসা পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মকবুল হজের সাওয়াব অর্জন করুন। হাদীস শরীফে রয়েছে: যে নেককার সন্তান নিজের পিতামাতার দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকায়, আল্লাহ পাক তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি মকবুল হজের সাওয়াব লিখে দেন। **(শুআবুল ঈমান, বাবু ফি বিররিল ওয়ালিদাইন, ৬/১৮৬, হাদীস: ৭৮৫৬)** হজের সাওয়াব ঘরেও বিদ্যমান কিন্তু ভালোবাসার দৃষ্টিও থাকা চাই। আজ সন্তানরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে নিজের পিতামাতার দিকে তাকায়। হাদীস শরীফে রয়েছে: যে নিজের পিতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, সে পিতার সাথে ভালো আচরণ করেনি।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, ২৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/২৬০)

এমন সন্তানের উপর আফসোস, যার সাথে কথা বলতে পিতামাতা ভয় পান। মা যে সন্তানের সাথে কথা বলতে ভয় পান এই ভেবে যে, কথা বললে ছেলে ঝগড়া করবে, কথা কাটাকাটি করবে। যে মেয়ের সাথে কথা বলতে মা ভয় পান, এমন ছেলে ও মেয়ে কোন কাজের? হওয়া উচিত ছিল যে, যখন মা-বাবা কোন কথা বলবেন তখন লাব্বাইক ধ্বনি আসবে, এই আচরণ আমাদের শরীয়ত শেখায় কিন্তু আজকের সন্তানরা এই কথা বোঝে না।

যদি পিতামাতা অসন্তুষ্টিতে মারা যান তবে কী করবে?

যার মা-বাবা অসন্তুষ্টির অবস্থায় মারা গেছেন, সে তাঁদের জন্য প্রচুর পরিমাণে মাগফিরাতের দোয়া করবে, কেননা মৃত ব্যক্তির জন্য

সবচেয়ে বড় উপহার হলো মাগফিরাতের দোয়া এবং তাঁদের পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে ইসালে সাওয়াব করবে। সন্তানদের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে নেকীর উপহার পৌঁছতে থাকলে, আশা করা যায় যে, মৃত পিতামাতা সন্তুষ্ট হবেন, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যার মা-বাবা দুজনই বা তাঁদের একজন ইন্তেকাল করেছেন এবং সে তাঁদের অবাধ্য ছিল, এখন যদি সে তাঁদের জন্য সবসময় ইস্তিগফার করতে থাকে তবে আল্লাহ পাক তাকে নেককারদের মধ্যে লিখে দেন।

(শুআবুল ঈমান, ৬/২০২, হাদীস: ৭৯০২)

জুমার দিন মা-বাবার কবর যিয়ারতের সাওয়াব

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: যে নিজের মা-বাবা দুজনের বা একজনের কবর যিয়ারতের জন্য প্রতি জুমার দিন উপস্থিত হয়, আল্লাহ পাক তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাকে মা-বাবার সাথে ভালো আচরণকারী হিসেবে লিখে দেওয়া হবে।

(জামে সগীর লিস সুয়ূতী, হাদীস: ৮৭১৮, পৃষ্ঠা ৫২৮)

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া যে, তিনি যেন আমাদেরকে আমাদের পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তৌফিক দান করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৫৬ এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতামাতার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হতে, তাঁদের খেদমত করার প্রেরণা বাড়াতে, তাঁদের দোয়ার হকদার হতে এবং তাঁদের সন্তুষ্ট রাখার পদ্ধতি জানতে আশিকানে রাসুলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, কাফেলায়

সফর করুন এবং নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (Fill) করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, اِنْ شَآءَ الله মা-বাবার খেদমত ও আনুগত্য করার প্রেরণা তৈরি হবে। শায়খে ত্বরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত ৭২টি নেক আমলের মধ্যে একটি নেক আমল নম্বর ৫৬ এটি যে, আপনি কি আজ পিতামাতার আদব ও সম্মান করেছেন? (তাঁদের আদেশ শরীয়ত অনুযায়ী হলে তা মান্য করা, তাঁদের হাত চুম্বন করা, তাঁদের আওয়াজ থেকে নিজের আওয়াজ নিচু রাখা ইত্যাদি) এটা এমন সুন্দর "নেক আমল" যে, যদি আমরা এর উপর আমল করি তবে আমরা আমাদের পিতামাতার অনুগত হতে সক্ষম হব। স্মরণ রাখুন! যদি পিতামাতা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন তবে اِنْ شَآءَ الله পাকও আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘুম ও জাগরনের সুন্নাত ও আদব:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে ত্বরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা ১০১ মাদানী ফুল থেকে ঘুম ও জাগরনের সুন্নাত ও আদব শুনি: ✯ শয়ন করার আগে বিছানাকে ভালভাবে ঝেড়ে নিন যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, ✯ শয়ন করার আগে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হবো। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)। **(বুখারী শরীফ, ৪৪/১৯৬, হাদীস ৬৩২৫)** ✯ আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর যদি তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।" **(মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪৪/২৭৮, হাদীস**

৪৮৯৭) ✯ দুপুরে কায়লুলা অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ৫/৩৭৬) সদরুস শরীয়া, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যথাসম্ভব এটা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হবে, যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, আল্লাহ্ পাকের যিকির করে কিংবা কিতাব পাঠ করে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে। কেননা, রাত জাগার কারণে যে ক্লান্তি আসে তা দূর হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৭৯ পৃষ্ঠা) ✯ দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। (আলমগিরী, ৫/৩৭৬) ✯ পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব এবং ✯ কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করুন এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করুন। (প্রাগুক্ত)

ঘোষণা:

ঘুম ও জাগরনের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে সুতরাং তা জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৯ জুন ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

ঘুম ও জাগরনের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব:

☆ শয়ন করার সময় কবরে শয়ন করার কথা খেয়াল করুন, কেননা সেখানে একা শয়ন করতে হবে আপন আমল ব্যতীত কেউ সঙ্গী হবে না, ☆ শয়ন করার সময় আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, (অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ ۔ سُبْحٰنَ اللّٰه ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰه পড়তে থাকুন) ঘুম আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন। কেননা মানুষ যে অবস্থায় শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। **(প্রাগুক্ত)** ☆ জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করুন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ **(বুখারী শরীফ, ৪/১৯৬, হাদীস ৬৩২৫)** অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ☆ ঐ সময় এ বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করুন পরহেযগারী ও তাকওয়া অবলম্বন করবো, কারো উপর জুলুম করবো না। **(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৭৬)** ☆ যখন বালক বা বালিকার বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা উচিত বরং এ বিষয়ের বালককে সমবয়সী কিংবা তার চাইতে বড় পুরুষের সাথে ঘুমাতে দিবেন না। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৩০)** ☆ স্বামী স্ত্রী যখন একসঙ্গে শয়ন করবে, তখন দশ বছর বয়সী সন্তানকে নিজের সাথে রাখবে না। সন্তানের যখন উত্তেজনা শক্তি আসে, তখন সে সাবালক হয়ে গেলো। **(দুররে মুখতার, ৯/৬৩০)** ☆ ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করুন,

www.dawateislami.net

✯ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের নামায।" **(মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৬৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওযু করার আগের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "ওযু করার আগের দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

অনুবাদ: আল্লাহর নামে শুরু করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

(নামাযের আহকাম, পৃষ্ঠা ১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) ( )এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

www.dawateislami.net

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد